তার মধ্যে সর্ব্বভূতে দয়া, মিত্রতা প্রভৃতিরও ভাগবত-ধর্ম্মত্ব কথিত হইয়াছে। যদ্যপি সেই মনের অনাসক্তি বা ভূতদয়া প্রভৃতিতে সাক্ষাৎ ভক্তিধর্ম্মত্ব নাই, অর্থাৎ যে সাধনের সহিত শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই অথচ ভগবদ্‌ভক্তির সহায়তা আছে, তাহাকেও ভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন শ্রীহরিকথার সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয় বা কীর্ত্তনে যেমন জিহ্বার সহিত শ্রীহরিকথার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয় বলিয়া সাক্ষাৎ ভক্তিনামে খ্যাত ; ভূতে দয়া প্রভৃতি তেমন সাক্ষাৎরূপে ভগবানের সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া সাক্ষাৎ ভক্তি সংজ্ঞায় অভিহিত হয় না। তন্মধ্যে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি তিন প্রকার সকামা, কৈবল্যকামা ও ভক্তিকামা। যদ্যপি কাম এবং কৈবল্যকেবলা ভক্তি দ্বারাই লাভ হইতে পারে ;,যেহেতু—

যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিপ্রকার পুরুষার্থ প্রাপ্তির জন্য যে সাধন-সম্পত্তির কথা শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে, যে মানব একান্তভাবে শ্রীনারায়ণপদাশ্রয় করে, সে জন সেই সকল সাধন অনুষ্ঠান বিনাও অনায়াসে সেই চতুর্ব্বর্গ ফললাভ করিতে পারে। তথাপি সেই সেই বাসনা অনুসারে যদি কর্ম্ম ও জ্ঞান সাধনে হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই প্রকারে ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের প্রাপ্তির জন্য কর্ম্মাদিমিশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। অতএব, সকামা ভক্তি প্রায়শঃ কর্ম্মমিশ্রাই হইয়া থাকে। যে স্থানে কর্ম্ম শব্দে ধর্ম্ম অর্থই পরিগৃহীত হয়, সেই ধর্ম্মের লক্ষণও ৬।২ অধ্যায়ে—যমদূতগণ সামান্যরূপে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছে—“বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মঃ” অর্থাৎ যাহা বেদবিহিত তাহাই ধর্ম্ম। এই স্থানে বেদ শব্দে ত্রৈগুণ্যবিষয় বেদ বুঝিতে হইবে। যেহেতু শ্রীভগবদ্‌গীতায় উক্ত আছে—“ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা” অর্থাৎ ত্রিগুণবিষয়প্রতিপাদক বেদ। সেই বেদের আদেশ বিধিমাত্রে যেটি সিদ্ধ হয়, সেইটিই ধর্ম্ম। কিন্তু ভক্তির মত অজ্ঞানে প্রবর্ত্তিত হইলে তাহাকে ধর্ম্ম বলা যাইবে না ; অর্থাৎ ভক্তিমার্গে যেমন বোধের অপেক্ষা নাই, অজ্ঞানেও যদি কোনও ভক্তিঅঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেও ফললাভে বঞ্চিত হইবে না। ধর্ম্ম কিন্তু সেইপ্রকার বেদবিধিবোধিত হইয়া অনুষ্ঠিত না হইলে ফলদানে অসমর্থ। শ্রীভগবদগীতাতেই ৮।৩ শ্লোকে ধর্ম্মের কর্ম্ম সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে—

“ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ”